কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দের জন্মশতবর্ষ

নীতিশ বিশ্বাস

বিপ্লবী কথা সাহিত্যিক সোমেন চন্দ জন্মেছিলেন ১৯২০ সালের ২৪শে মে ঢাকায়। শহিদ হন ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকা শহরেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালের ব্রিটিশ ভারতে তখন ভয়ানক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত। এদেশের সাম্যবাদীরা দাঁড়িয়েছেন আক্রান্ত প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে। ঘোষিত হয়েছে জনযুদ্ধ। তরুণ সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করতে হবে ফ্যাসিস্ত হিটলারের আক্রমণ থেকে । সেই চিন্তাদর্শে প্লাবিত সারা বাংলার সঙ্গে ঢাকা শহরও। কলকাতায় গড়ে উঠেছে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। এই আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে সাম্যবাদী, প্রগতিশীল, লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। ঢাকাও পিছিয়ে নেই। ইতিমধ্যেই শহরে আয়োজিত হয়েছে সোভিয়েতের পক্ষে প্রদর্শনী। তারও মুখ্য আয়োজক এবং ভাষ্যকার এই তরুণ সাম্যবাদী সংগঠক ও কথা সাহিত্যিক সোমেন চন্দ। এই সময় ঢাকা শহরে বিরুদ্ধবাদী শক্তির দাপটও ভয়ংকর। তার আগেই সন্নিহিত অঞ্চলে সংগঠিত হয়েগেছে দাঙ্গা। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহরে আয়োজিত হচ্ছে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি আহূত ফ্যাসিবিরোধী শান্তি সমাবেশ। কলকাতা থেকে এসেছেন উচ্চতর কমিটির নেতা স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, বঙ্কিম মুখার্জি ও জ্যোতি বসু। এই সমাবেশে যোগদানের পথে শ্রমিক মিছিলের নেতৃত্ব করছেন সোমেন চন্দ। ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের মুখ্য সংগঠক, রেল ইউনিয়নের সম্পাদক, রাজপথে ফ্যাসিস্ত শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় শান্তি মিছিল। নৃশংসভাবে খুন করা হয় জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা ও উদীয়মান শিল্পী-প্রতিভা সোমেন চন্দকে।

Society Language and Culture

মাত্র সাত বছরের সাহিত্য সাধনা তাঁর। এই সময়েই তিনি লিখেছেন, ইঁদুর, সংকেত, দাঙ্গা, বনস্পতি, একটি রাত, সত্যবতীর বিদায়, গান, প্রত্যাবর্তনের মতো ২৬টি গল্প, বন্যার মতো উপন্যাস, ৩টি নাটক, কবিতা আর চিঠি।

আজ তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরে আমরা খন্ডিত ভারতে আবার এক ফ্যাসিস্ত শক্তির ভয়ংকর বাড়বাড়ন্ত সময়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে অর্থনৈতিক জীবন যেখানে ভয়ানক ভাবে বিপর্যস্ত; অন্যদিকে নীতিহীন ধর্মান্ধ ও নয়া ফ্যাসিবাদী রাজনীতি দেশকে গ্রাস করতে চলেছ। দেশে নাগরিকত্বের নামে মানুষকে হিটলারের কন্সেট্রেশন ক্যাম্পের মতো ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হচ্ছে নির্মমভাবে। তার মধ্যে এসেছে করোনার বিশ্বব্যাপ্ত আক্রমণ। আর ভারতে লকডাউন লেগে গেছে। কাজ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রবাসী গরিব শ্রমজীবীরা হারালেন তাদের বস্তির বাসস্থান পর্যন্ত। ঘরে ফেরার কোন ব্যবস্থা নেই। ভয়ানক এক সময়ের মুখোমুখি তাঁরা। হাজার হাজার মাইল দূরে কোন রাজ্যের কোন অখ্যাত দারিদ্র-লাঞ্ছিত গ্রামের পথে সোমেন চন্দের ইয়াসিন, সুকুমার, অজয়, অশোকেরা। পুলিশের লাঠি, বাবুদের গাড়ির চাকা আর মালগাড়ির তলায় প্রাণ দিচ্ছে শত শত পরিযায়ী শ্রমিক। অন্য দিকে তাদের জন্য রিলিফের সামান্য আয়োজনে প্রাণপণ লড়ছে সোমেন-সুকান্তের চির সহযোদ্ধা আদর্শবাদী ছাত্র যুবা মহিলা, শিল্পী -সাহিতিক আর গণতান্ত্রিক ভারত। তারই মধ্যে আবার ভাষা, ধর্ম, বর্ণের নামে অসহিষ্ণুতার জন্য নিত্য-দাঙ্গায়ও বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল ।

এমন এক সময়ে ভারতের ইতিহাসে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রথম সাহিত্যিক শহিদ সোমেন চন্দের জন্ম শতবর্ষে আমরা স্মরণ করছি তাঁকে। বিশ্ববরেণ্য শহিদ সাহিত্যিক রালফক্স, কর্ডওয়েল, লোরকার ভারতীয় শিল্পী সহোদর সোমেন চন্দকে। আর শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত করছি এই আদর্শবান মহান স্রষ্টা ও তাঁর বিপ্লবী সত্তার প্রতি। যার মৃত্যু নেই; আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর অমর সৃষ্টির প্রতি। সে মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ সোমেন চন্দের বিপ্লবী সত্তার প্রতি।

Society Language and Culture